আমায় চেনো?

গত সোমবারের ছবিটি ছিল গায়ক দিলজিৎ সিং দোসাঞ্জের। একমাত্র ঠিক উত্তরদাতা **মঙ্গলকুমার দাস**, রায়দিঘি।

আজকাল
সোপান
আরও বড় হতে হবে

এই পাতা আপনাদেরই। শিক্ষার্থী, পিতা-মাতা, অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা, সাধারণ পাঠক সকলের। এখানে আর কী কী বিষয়, বৈচিত্র যোগ করলে ভাল হয়, মতামত দিয়ে আমাদের সমৃদ্ধ করুন, এটাই অনুরোধ। আমাদের জানাবেন এখানে : aajkaalsopan@gmail.com

ইকনমিক্স এবং ম্যানেজমেন্ট। যুগের প্রয়োজনে আধুনিকতার ধারাগুলি কীভাবে এই দুই বিষয়কে আরও বেশি বিপণন-বান্ধব করে তুলছে, কীভাবে সেই দুনিয়ার জন্য তৈরি হতে হবে, জানাচ্ছেন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (আইআইইএসটি), শিবপুরের স্কুল অফ ম্যানেজমেন্ট সায়েন্সেসে অর্থনীতির অধ্যাপক

ড. শাশ্বতী বন্দ্যোপাধ্যায়

অর্থনীতি ও ব্যবস্থাপনা

"সংস্থার সাফল্য নির্ভর করে দক্ষতার সঙ্গে সম্পদের ব্যবহার ও প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের ওপর
— পিটার এফ ড্রাকার

একটি প্রতিষ্ঠান সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য অর্থনীতি এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য। অর্থনৈতিক জ্ঞান ব্যবস্থাপককে আয়, ব্যয়, উৎপাদন এবং মূল্য নির্ধারণে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাজারে কোনও পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে ম্যানেজার বা ব্যবস্থাপককে উৎপাদন বৃদ্ধি ও মূল্যের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখার জন্য অর্থনীতির তত্ত্ব ব্যবহার করতে হয়। চাহিদা ও জোগানের তত্ত্ব, ব্যয়-সুবিধা বিশ্লেষণ এবং বাজার কাঠামো ব্যবস্থাপকদের কৌশলগত সিদ্ধান্তে সহায়তা করে, যা প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক স্থিতিশীলতা ও প্রবৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

বর্তমান বিশ্বে দ্রুত পরিবর্তিত অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও প্রযুক্তির বিকাশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে একজন দক্ষ ব্যবস্থাপককে কেবল পণ্য বা পরিষেবা উৎপাদনেই নয়, বরং বাজার বিশ্লেষণ, কৌশলগত পরিকল্পনা এবং আর্থিক ঝুঁকি নিরূপণে পারদর্শী হতে হয়। ব্যবস্থাপনা শিক্ষায় অর্থনীতির ভূমিকা বুঝে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক।

একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ হল, কোভিড-১৯ অতিমারির সময় অনেক কোম্পানি অর্থনৈতিক সঙ্কটে পড়ে দ্রুত খরচ কমানো এবং ভবিষ্যৎ ঝুঁকি নিরূপণের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়। অর্থনীতির প্রয়োগ আরও দেখা যায় বিপণন খাতে, যেমন অ্যাপ্‌ল-এর 'প্রিমিয়াম প্রাইসিং' কৌশল, যা ক্রেতাদের নির্দিষ্ট অংশকে লক্ষ্য করে লাভ বাড়ায়। উৎপাদন খরচ কমানোর ক্ষেত্রে গার্মেন্টস সেক্টরের 'সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্ট' কৌশল বা মুদ্রাস্ফীতি মোকাবিলায় সরবরাহকারীদের সঙ্গে ওয়ালমার্টের দর কষাকষির উদাহরণগুলি অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ কতটা কার্যকর তা দেখায়। প্রোক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বল ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী পণ্য উন্নয়নে আচরণগত অর্থনীতি প্রয়োগ করে, আর মানবসম্পদ খাতে অর্থনীতির ব্যয়-সুবিধা বিশ্লেষণের মাধ্যমে কর্মীসংখ্যা ও কার্যক্ষমতা নিশ্চিত করে।

এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, অর্থনীতির তত্ত্ব ও কৌশল ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে, যা প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরিবর্তিত পরিবেশে সফলভাবে পরিচালনায় সক্ষম করে। কীভাবে, তা কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যেতে পারে।

প্রথমত, আচরণগত অর্থনীতি (Behavioural Economics) মূলত অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলো কীভাবে প্রভাব ফেলে, তা বিশ্লেষণ করে। 'প্রতিষ্ঠান সস্তা বিক্রির ছাড় দিলে গ্রাহকরা কেন বেশি কিনে ফেলেন এবং কেন একই পণ্যের মধ্যে বিশেষ ব্র্যান্ডে তাঁদের আকর্ষণ থাকে', এই মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আচরণগত অর্থনীতি দেয়। ভারতীয় ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম, যেমন- ফ্লিপকার্ট-এর 'বিগ বিলিয়ন ডে' সেলের সময় গ্রাহকরা ছাড়ের অফারে ক্রয় বৃদ্ধি করেন। এখানকার কৌশলটি এমনই যে, তারা গ্রাহকদের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কেনাকাটার জন্য প্রলুব্ধ করে, কারণ তারা জানে, ছাড়ের অফার শুধুমাত্র সীমিত সময়ের জন্যই উপলব্ধ। এই আচরণগত অর্থনীতির প্রভাব বুঝে কোম্পানিগুলি তাদের বিপণন কৌশল সাজায়।

দ্বিতীয়ত, ডেটা অ্যানালিটিক্স ব্যবস্থাপকদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিপ্লব ঘটাচ্ছে। এখন প্রতিটি সংস্থাই বিপুল পরিমাণ ডেটা সংগ্রহ করছে, যেমন- বিক্রয়ের প্রবণতা, গ্রাহকদের পছন্দ এবং বিভিন্ন বাজার বিশ্লেষণ। উদাহরণ হাতের কাছেই আছে। জোম্যাটো ও সুইগি প্রতিদিনের অর্ডারের ডেটা বিশ্লেষণ করে দেখে কোন খাবারের চাহিদা কোন মরশুমে বেশি থাকে এবং গ্রাহকদের সেই অনুযায়ী নতুন অফার দেওয়া হয়। আবার, ঋণপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলি ডেটা বিশ্লেষণের মাধ্যমে নির্ধারণ করে কোন গ্রাহককে ঋণ দেওয়া নিরাপদ ও লাভজনক। এটি প্রতিষ্ঠানগুলিকে যেমন ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে, তেমনই লাভজনক ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাতেও সহায়ক হয়।

তৃতীয়ত, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence বা AI) ব্যবস্থাপকদের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। বর্তমানে এআই ব্যবহৃত হচ্ছে অর্থনৈতিক পূর্বাভাস, ঝুঁকি নিরূপণ এবং বিনিয়োগ পরিকল্পনায়। টেসলা তাদের গাড়ির চাহিদা পূর্বাভাসের জন্য এআই মডেল ব্যবহার করে, যার মাধ্যমে তারা নির্দিষ্ট অঞ্চলে গাড়ির স্টক ও সরবরাহ পরিচালনা করে। এছাড়া, এআই মডেল ব্যবহার করে অনেক প্রতিষ্ঠান সঠিকভাবে মুদ্রার ওঠানামা ও ভবিষ্যৎ ঝুঁকি পূর্বাভাস করতে পারছে। এই তথ্য ব্যবস্থাপকদের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে এবং ঝুঁকি কমিয়ে আনে।

এই আধুনিক টুলগুলি ব্যবস্থাপনাকে আরও কার্যকরী ও সঠিক পথে চালিত করে। অর্থনীতির এই নতুন দিগন্ত ব্যবস্থাপকদের আরও দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকতে সহায়তা করছে, যা আজকের কর্পোরেট বিশ্বের অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

> ব্যবস্থাপনা শিক্ষার্থীদের জন্য আগের চেয়ে অনেক বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হচ্ছে, কারণ কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য দক্ষ কর্মী খুঁজছে, যারা তাদের প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও কার্যকরী, দক্ষ এবং লাভজনক কৌশল তৈরিতে সহায়ক হতে পারে।

আজকের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিবেশে, অর্থনীতির জ্ঞান আর শুধুমাত্র তাত্ত্বিক বিষয় নয়, বরং এটি একটি কার্যকর ও অপরিহার্য ব্যবহারিক দক্ষতায় পরিণত হয়েছে। বিশেষত ব্যবস্থাপনা শিক্ষার্থীদের জন্য, আগের চেয়ে অনেক বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হচ্ছে, কারণ কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য দক্ষ কর্মী খুঁজছে, যারা তাদের প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও কার্যকরী, দক্ষ এবং লাভজনক কৌশল তৈরিতে সহায়ক হতে পারে।

ধরা যাক, ব্যাঙ্কিং ও আর্থিক সেবাখাতের কথা। এখানে অর্থনীতির মৌলিক তত্ত্বগুলো, যেমন- ঝুঁকি বিশ্লেষণ, মুদ্রাপ্রবাহের পূর্বাভাস এবং বাজারের ওঠানামা বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যেমন জেপি মর্গ্যান চেজ বা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার মতো প্রতিষ্ঠানে কর্মীরা ডেটা অ্যানালিটিক্স এবং অর্থনৈতিক মডেল বিশ্লেষণ ব্যবহার করে ঋণ প্রদানের ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং বিনিয়োগের সঠিক দিকনির্দেশনায় সক্ষম হন। এতে শুধু ব্যক্তিগত গ্রাহক নয়, বরং বড় কর্পোরেট ক্লায়েন্টদের জন্যও আর্থিক পরিকল্পনা সহজ ও কার্যকরী হয়।

বিপণন বা মার্কেটিংয়ের ক্ষেত্রেও অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অপরিসীম। বিশেষত আচরণগত অর্থনীতি এবং ডেটা অ্যানালিটিক্সের মাধ্যমে ব্যবসায়িক সংস্থাগুলি তাদের গ্রাহকদের আচরণ ও প্রবণতা বিশ্লেষণ করে। যেমন, নেসলে বা অ্যামাজনের মতো কোম্পানিগুলি ডেটা অ্যানালিটিক্স ব্যবহার করে তাদের গ্রাহকদের পছন্দ অনুযায়ী বিজ্ঞাপন প্রচার এবং বিক্রয় কৌশল তৈরি করে। এর ফলে বিপণন শিক্ষার্থীরা কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট (সিআরএম), ব্র্যান্ড ম্যানেজমেন্ট এবং কাস্টমাইজড বিপণন কৌশল তৈরিতে দক্ষতা অর্জন করে সফল কেরিয়ার গড়ে তুলতে পারে।

মানব সম্পদ (হিউম্যান রিসোর্স বা এইচআর) ব্যবস্থাপনাতেও অর্থনীতির প্রভাব ব্যাপক। অর্থনীতির তত্ত্ব এবং আচরণগত বিশ্লেষণ ব্যবহার করে সংস্থাগুলি তাদের কর্মীদের উৎপাদনশীলতা ও কর্মসংস্কৃতি উন্নত করতে সক্ষম হয়। যেমন, টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস বা অ্যাক্সেনচার-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়মিত অর্থনৈতিক ও আচরণগত গবেষণার মাধ্যমে কর্মী পরিচালনা এবং কার্যক্ষমতা মূল্যায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এখানে অর্থনীতির জ্ঞান মানবসম্পদ ব্যবস্থাপককে কর্মী উন্নয়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আরও কার্যকরী হতে সাহায্য করে।

এখন যদি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ও মেশিন লার্নিং (এমএল)-এর দিকগুলো বিবেচনা করা যায়, তাহলে দেখা যাবে বর্তমানে এক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন অর্থনীতি এবং ব্যবস্থাপনা শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করেছে। গুগ্‌ল এবং মাইক্রোসফটের মতো কোম্পানিগুলি অর্থনৈতিক পূর্বাভাস, বাজার বিশ্লেষণ এবং গ্রাহকদের চাহিদা বুঝতে এআই এবং এমএল ব্যবহার করছে। এই শাখার সঙ্গে পরিচিত শিক্ষার্থীরা ডেটা সায়েন্টিস্ট, মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ার, এবং বিজনেস অ্যানালিস্ট হিসেবে সফলভাবে কেরিয়ার গড়তে পারে।

এছাড়া, কর্পোরেট পরামর্শদাতা সংস্থাগুলিতে (যেমন- ম্যাকিনসে অ্যান্ড কোম্পানি বা বোস্টন কনসালটেন্সি গ্রুপ) অর্থনীতি ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষ বিশেষজ্ঞদের জন্য বর্ধিত কর্মক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। এখানে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ও কৌশলগত পরিকল্পনার মাধ্যমে বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রের সমস্যা সমাধান এবং দীর্ঘমেয়াদী কৌশল নির্ধারণ করা হয়। একজন অর্থনীতিবিদ পরামর্শদাতা হিসেবে বিভিন্ন সংস্থার সামগ্রিক কৌশল নির্ধারণ এবং সঠিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারেন।

মোদ্দা কথা, আজকের দুনিয়ায় অর্থনীতির ভূমিকা ব্যবস্থাপনা শিক্ষায় আর শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞান নয়, এটি একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং শক্তিশালী দক্ষতা। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রের নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত করতে পারে এবং ভবিষ্যতে কর্পোরেট এবং অর্থনৈতিক দুনিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। এখানেই, এসওএমএস (স্কুল অফ ম্যানেজমেন্ট সায়েন্সেস), আইআইইএসটি শিবপুরের বি-স্কুলটি ব্যবস্থাপনা শিক্ষায় নতুন দিগন্ত উন্মোচনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বর্তমান শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী তৈরি উদ্ভাবনী পাঠ্যক্রম ও গবেষণার মাধ্যমে এখানকার শিক্ষার্থীরা বৈশ্বিক চাকরি বাজারে সফল হওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন।

সৃজনশীলতা, সহানুভূতি আর বড় স্বপ্নের মিলন

সমাগম ২০২৪

এক দারুণ উৎসব, যেখানে তরুণদের সৃজনশীলতা, সহানুভূতি আর বড় বড় স্বপ্নগুলো এক হয়ে গেল, তার নাম 'সমাগম ২০২৪'।

সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটির পারফর্মিং আর্টস ডিপার্টমেন্ট আর টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুল হুগলির যৌথ উদ্যোগে এই আন্তঃবিদ্যালয় বসে আঁকো প্রতিযোগিতা আর নাচ-নাটক 'আলোর পথে' এক বড় অনুপ্রেরণার উৎস।

টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা সত্যম রায়চৌধুরী বলেন, "সৃজনশীলতাই এই প্রোগ্রামের প্রাণ। প্রতিটি আঁচড় আর নাচের প্রতিটি স্টেপে ফুটে উঠেছে ছাত্রছাত্রীদের আবেগ আর আন্তরিকতা।"

মঞ্চ ছিল পুরো উৎসাহে জমজমাট। ছাত্রছাত্রীরা তাদের স্বপ্ন আর অনুভূতি শক্তিশালী গান, নাচ আর অভিনয়ের মাধ্যমে তুলে ধরে। প্রতিটি পরিবেশনার মধ্যে ছিল সহানুভূতির ছোঁয়া, আর ছোট্ট অভিনেতারা এমনভাবে চরিত্রগুলো ফুটিয়ে তোলে যা দেখে দর্শকরা মুগ্ধ। এসএনইউ উপাচার্য অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায় সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের সদস্যা ড. জোনাকি মুখার্জীর চমৎকার ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠানটি সবার জন্য এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়ে থাকল।

উদ্ভাবনে সেরা আইইএম

অভিনব উদ্ভাবনী প্রদর্শনীতে সেরার সম্মান পেল কলকাতার ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (আইইএম)। এআইসিটিই এবং এসটি মাইক্রোইলেকট্রনিক্সের উদ্যোগে আয়োজিত 'ইনভেন্টর্স চ্যালেঞ্জ' নামের এই প্রতিযোগিতায় সারা দেশ থেকে ২৭৬৫টি দল অংশ নিয়েছিল।

'দ্য ইকনমিক ওয়েস্ট অয়েল রিসাইক্লার' নামের প্রকল্প প্রদর্শনের মাধ্যমে নয়ডাতে অনুষ্ঠিত ফাইনাল প্রতিযোগিতায় বিচারকদের নজর কেড়ে নেন আইইএম-এর অংশগ্রহণকারীরা। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যবহৃত ইঞ্জিন অয়েল সমুদ্র সম্পর্কিত কাজে ব্যবহারযোগ্য তেলে পরিণত করা যাবে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে তৈরি এই যন্ত্রে রয়েছে অগ্নিশিখাবিহীন রাসায়নিক বিক্রিয়া কক্ষ এবং ৩০০০ আরপিএমে চলা দ্রুতগতির সেন্ট্রিফিউজ।

ড. প্রীতি দাস এবং অর্ঘ্য রায়-এর নির্দেশনায় প্রকল্প তৈরি করেন তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী সায়ন্তন কুণ্ডু, অদ্রিজা ঘোষ এবং শুভজিৎ মাইতি। এই সাফল্যে তাঁরা ১ লক্ষ টাকার পুরস্কারও পেয়েছেন। ছাত্রছাত্রীদের এই কৃতিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন আইইএম কলকাতার ডিরেক্টর প্রোফেসর সত্যজিৎ চক্রবর্তী।

কাজের কথা

আইটিবিপি-তে ৫২৬

» টেলিকমিউনিকেশনে সাব-ইনস্পেক্টর (পুরুষ ৭৮, মহিলা ১৪, মোট ৯২, বয়সসীমা ২০-২৫); হেড কনস্টেবল (পুরুষ ৩২৫, মহিলা ৫৮, মোট ৩৮৩, বয়সসীমা ১৮-২৫) এবং কনস্টেবল (পুরুষ ৪৪, মহিলা ৭, মোট ৫১, বয়সসীমা ১৮-২৩) মিলিয়ে মোট ৫২৬ শূন্যপদে কর্মী নিয়োগ করবে ইন্দো-টিবেটান বর্ডার পুলিশ ফোর্স। সাব-ইনস্পেক্টর পদের ক্ষেত্রে বিসিএ কিংবা বিই/বিটেক (ইলেকট্রনিক্স, কম্পিউটার সায়েন্স কিংবা আইটি), হেড কনস্টেবল পদের ক্ষেত্রে ফিজিক্স-কেমিস্ট্রি-ম্যাথস নিয়ে ১০+২ কিংবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আইটিআই বা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং উত্তীর্ণরা আবেদন করতে পারছেন। কনস্টেবল হলে মাধ্যমিক পাশ ও আইটিআই শংসাপত্র পাওয়া হতে হবে। আবেদন করা যাচ্ছে https://recruitment.itbpolice.nic.in ওয়েবসাইটে। শেষ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর। বিশদ তথ্য ওয়েবসাইটে।

কোল ইন্ডিয়ায় ৬৪০

» মোট ৬৪০ শূন্যপদে ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি (গ্রেড ই-২) নিয়োগের জন্য দরখাস্ত চাইছে মহারত্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড। মাইনিং (২৬৩), সিভিল (৯১), ইলেকট্রিক্যাল (১০২, মেকানিক্যাল (১০৪), সিস্টেম (৪১), ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন (৩৯) ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ডিগ্রি কোর্সে কমপক্ষে ৬০% নম্বর এবং বৈধ গেট ২০২৪ স্কোর থাকলে এই পদে নিয়োগের জন্য আবেদন করা যাচ্ছে। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এর নিরিখে বয়সের ঊর্ধ্বসীমা ৩০ বছর। গেট স্কোরের নিরিখে মেধাতালিকা তৈরি হবে। আবেদনের ফি ১০০০ টাকা (তফসিলি, প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়)। www.coalindia.in ওয়েবসাইটে Career with CIL >>>> Jobs at Coal India সেকশনে গিয়ে আবেদন করা যাচ্ছে। শেষ তারিখ ২৮ নভেম্বর। বিশদ তথ্য ওয়েবসাইটে।

নৌসেনায় ৩৬

» ভারতীয় নৌবাহিনীতে ১০+২ (বিটেক) ক্যাডেট এন্ট্রি (পার্মানেন্ট কমিশন) জুলাই ২০২৫-এর প্রেক্ষিতে ৩৬ শূন্যপদে নিয়োগের জন্য আবেদন নেওয়া শুরু হবে ৬ ডিসেম্বর। ১০+২ বোর্ড পরীক্ষায় ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও ম্যাথস, এই তিন বিষয় থাকতে হবে। এগ্রিগেটে কমপক্ষে ৭০ শতাংশ নম্বর ও ভাল জেইই মেন ২০২৪ র‍্যাঙ্ক থাকতে হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ২০ ডিসেম্বর। বিশদ তথ্য www.joinindiannavy.gov.in ওয়েবসাইটে।

এই সপ্তাহের বিতর্কের বিষয়

দ্রুত বেড়ে চলা বেকার সমস্যাই সামাজিক অবক্ষয়ের সবচেয়ে বড় কারণ

১০০ শব্দের মধ্যে মতামত aajkaalsopan@gmail.com মেল আইডি-তে শুক্রবারের মধ্যে জানান। নির্বাচিত লেখা প্রকাশিত হবে পরের সপ্তাহে। নাম ও পুরো ঠিকানা অবশ্যই লিখবেন।

গত সোমবারের বিতর্কের বিষয়

এখন সবচেয়ে সহজ ও আকর্ষণীয় কেরিয়ার গড়ার হাতিয়ার রাজনীতি

বিহারের সংযুক্ত জনতা দলের নেতা প্রশান্ত কিশোর বা পিকে-র কথা ধরুন। তাঁর তৈরি 'আইপ্যাক'-এর পেশাদার কর্মীরা যে রাজনৈতিক দলকে জেতানোর বরাত পান, তাঁদের রাজনীতির মাঠে কীভাবে খেলতে হবে ঠিক করে দেন এবং নজরদারের ভূমিকা পালন করে তাঁদের জিতিয়ে দেন, অবশ্যই মোটা অর্থের বিনিময়ে। এখনও পর্যন্ত তাঁর সাফল্যের খতিয়ান ঈর্ষণীয়। পিকে অন্য সব রাজনৈতিক দলকে অর্থের বিনিময়ে জিতিয়ে নিজের দলের খেলাটা ফ্রি করে নিয়েছেন! কাজেই রাজনীতি ভাল জীবিকা হতে পারে বইকি!
— **শঙ্খমণি গোস্বামী**, নোনা চন্দনপুকুর, কলকাতা-১২২

রাজনীতি করার জন্য নির্দিষ্ট কোনও যোগ্যতা প্রয়োজন হয় না। ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলেই রাজনীতিতে প্রবেশ করতে পারেন। তবে দুঃখের বিষয় হল, রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে এলেই ক্ষমতার অপব্যবহার শুরু হয়। এককথায় বলতে গেলে এটাই গণতন্ত্রের দুর্ভাগ্য!
— **ঐন্দ্রী ভট্টাচার্য**, হামিরহাটি, বাঁকুড়া

'রাজার নীতি' শব্দ থেকে এসেছে রাজনীতি। সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে 'রাজনীতি' শব্দটির একটি তাৎপর্য আছে। এই শব্দের সঙ্গে একদিকে যেমন জড়িয়ে প্রভাব, অন্যদিকে সম্মানও। ডিগ্রির বৈতরণি পার করেও চাকরি জোটে না। ফাইলবন্দি থাকে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পরীক্ষার ফল। সেখানে রাজনীতিতে আসা অনেক সহজ। এখানে বেশি ডিগ্রির দরকার পড়ে না, শুধু বুদ্ধিবলে জায়গা করে নিতে পারলেই কেরিয়ার গড়া নিশ্চিত।
— **শঙ্কর সাহা**, পতিরাম, দক্ষিণ দিনাজপুর

সহজ ও আকর্ষণীয় বস্তু দিয়ে যা-ই গড়া হোক না কেন, তা ক্ষণস্থায়ীই হয়। প্রকৃত রাজনীতির কারবারিরা পরিশ্রমী, উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ও মানবদরদি। রাজনীতি মোটেই সহজ ও আকর্ষণীয় নয়, বরং বড়ই কঠিন ও আত্মত্যাগের বিষয়। রাজনীতিকে যাঁরা কেরিয়ার গড়ার হাতিয়ার করেছেন, তাঁরা ঠুনকো রাজনীতি করেন। ঠুনকো রাজনীতি যাঁরা করেন তাঁরা সুবিধাবাদী।
— **সাগরময় অধিকারী**, ফুলিয়া, নদিয়া

বিষয়টা একেবারেই সমর্থনযোগ্য নয়। তবে, রাজনীতি করতে গেলে আগে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন ও নিজেকে শিক্ষিত করতে হবে। অতীতের নমস্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা মানুষরা আগে নিজেকে শিক্ষিত করে সমাজ-দেশ সম্পর্কে নিজেকে ওয়াকিবহাল হয়ে তবেই রাজনীতি করতে এসেছেন। নিজের আখের গোছাতে যাঁরা রাজনীতি করতে আসেন, তাঁরা কখনও উদাহরণ হতে পারে না।
— **সুদীপ্ত চ্যাটার্জি**, সুলতানপুর, দুধপুকুর পাড়া, মেমারি, পূর্ব বর্ধমান

ছোটবেলায় দেখেছি অত্যন্ত যোগ্যতাসম্পন্ন, মেধাবী মানুষজন নিজের কেরিয়ারের কথা ভুলে কেবল জনগণের উপকারার্থে রাজনীতিতে ঝাঁপ দিতেন। আর আজ ঠিক উল্টো। অযোগ্য, অশিক্ষিত মানুষের দল কত সহজেই রাজনীতির ছত্রছায়ায় থেকে উপার্জনের পথ বার করে নিচ্ছে। তবে, রাজনীতিকে কেউ যদি কেরিয়ার গড়ার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে, তবে সেই হাতিয়ার ভবিষ্যতে নিজের হাতেই কোপ বসাবে। যোগ্যতা ছাড়া কেবল কৌশলে কেরিয়ার গড়লে, তার ভবিষ্যৎ ভয়ঙ্করই হবে।
— **স্বপন কুমার ঘোষ**, মধ্য ঝোড়হাট, হাওড়া

বর্তমান যুগে বিনা পুঁজিতে এমন লাভজনক কেরিয়ার সত্যিই বিরল। ধারবাকির ব্যাপার নেই, লোকসানের ভয় নেই, নগদ পুঁজিও লাগে না। সবচেয়ে বড় কথা, এক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতারও তেমন দরকার পড়ে না, তবে চটপটে হওয়া চাই। বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যাস ও পরিশ্রমের ক্ষমতা চাই। সর্বোপরি অ্যাথলেটিকস, বিশেষত হাইজাম্প, লংজাম্পে পারদর্শী হওয়া জরুরি। সুবিধামতো আজ এই দল তো কাল ওই দলে যাবার জন্য হাইজাম্প খুবই জরুরি। আর সততা, বিবেক, শিরদাঁড়া এসব যত কম থাকবে ততই সাফল্যের সম্ভাবনা!
— **অতীশচন্দ্র ভাওয়াল**, কোন্নগর, হুগলি

জীবনের রাজপথে বিরাজমান থাকার শ্রেষ্ঠ নীতিই 'রাজনীতি'। একজন আদর্শবাদী রাজনীতিবিদ রাষ্ট্রের কল্যাণে তাঁর স্বার্থহীন মতাদর্শের পথে অন্যদের পরিচালনা করেন। বর্তমানের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবনা, পরিবর্তন এনেছে রাজনীতিতেও। ক্ষমতালোভীরা সুস্থ রাজনৈতিক চেতনাকে বলি দিয়ে স্বার্থান্বেষী চিন্তায় রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন। অনুগামীদের কাছে অন্যায়ভাবে অর্থ উপার্জনকেই সহজ এবং আকর্ষণীয় কেরিয়ার হিসেবে উপস্থাপন করছেন। অনভিপ্রেত অনুগত থাকার সেই পথকে কেরিয়ারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারে বাধ্য হয়েছেন যুবসমাজের কিছু অংশ।
— **বাসুদেব চক্রবর্তী**, স্নেহদিয়া, নিউ টাউন, কলকাতা-১৬৩

কেরিয়ার গড়তে সময়, মেধা ও ধৈর্য, এই তিনের সমন্বয় প্রয়োজন, অর্থাৎ একটা দীর্ঘ লড়াই। আর এই লড়াইয়ে সকলেই যে সফল হন এমনটা নয়। তেমনই রাজনীতি বিষয়টাকে হালকাভাবে নিয়ে এগোতে গেলে বোধহয় বেশিদূর অগ্রসর হওয়া যাবে না। রাজনীতি বুঝতে গেলে পড়াশোনাও লাগে, অনুসরণ করতে হয় বিশিষ্ট রাজনীতিবিদদের। আর কেরিয়ার অর্থ যদি হয় শুধুই আর্থিক সমৃদ্ধি, কিছু প্রাপ্তি, 'কিছু নেই'-এর দেশ থেকে 'অনেক পাওয়া'র দেশে যাওয়া, সেই অর্থে কেরিয়ার গড়ার হাতিয়ার হতে পারে রাজনীতিই।
— **সনৎ ঘোষ**, খালোড়, বাগনান, হাওড়া-৩০৩

রাজনীতিতে কেরিয়ার গড়া অতীতে সহজ ছিল না, এখনও নয়। বরং বর্তমানে রাজনীতির মান নিম্নগামী হওয়াতে ক্রুর বুদ্ধি ও বাহুবল দুটোই লাগে। সাহসও লাগে সমপরিমাণে। প্রতি মুহূর্তে বিপদের ঝুঁকি। এতদ্‌সত্ত্বেও রাজনীতিতে কেরিয়ার গড়ার আকর্ষণ বিন্দুমাত্র কমেনি। এর অন্যতম প্রধান কারণ, রাজনীতিতে আসতে কোনও অর্থ ব্যয় করতে হয় না। শিক্ষানবীশদের শুধু তাঁবেদারি করলেই চলে। আনুগত্যের ভিত্তিতে মাসিক ভাতাও মেলে। তবে, এখানেও রাস্তা যে মসৃণ নয়, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।
— **অরুণ গুপ্ত**, নিউ রায়পুর রোড, কলকাতা-৮৪

এদেশে এখন অসংখ্য মানুষ 'রাজনীতি' করেন। উন্নত দেশে এত পলিটিক্যাল ক্রাউড দেখা যায় না। নিজের পেটের ভাত জোগাড়ের মুরোদ না থাকলেও এঁরা লাখো মানুষের ভাত জোগাড়, দেশ-সমাজ বদলের স্বপ্ন ফেরি করেন। এই সুযোগে রাজনৈতিক দলগুলোও তাঁদের ব্লক সভাপতি, যুগ্ম সম্পাদক, জেনারেল সেক্রেটারি ইত্যাদি নানা গালভরা পদ দেয়। এতে তাঁরা অনেক মানুষের ওপর নিয়ন্ত্রণ পেয়ে যান। রাজনৈতিক দলগুলোর থেকে কিছু টাকা-পয়সার পাশাপাশি কিছু পাইয়ে দেওয়ার নামে সাধারণের থেকেও রোজগার হয়!
— **মঙ্গলকুমার দাস**, রায়দিঘি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং চাহিদা-জোগানের তারতম্যে এখন সাধারণ চাকরি থেকে সরকারি, নামজাদা সংস্থায় চাকরি পেতে যে মারাত্মক প্রতিযোগিতা, খুঁটির জোর ও শিক্ষার প্রয়োজন হয়, তা সরকারি দলের রাজনীতির স্পর্শে থাকলে অনেক সহজ হয়ে যায়। তবে এখানেও 'সারভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট থিয়োরি' প্রযোজ্য। সব রাজ্যেই শাসকদলের রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার নেশায় পেয়েছে সাধারণ থেকে উচ্চমেধা সম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের একাংশের মধ্যে।
— **মৃত্যুঞ্জয় বোস**, শেঠবাগান রোড, দমদম, কলকাতা-৩০